ভোরের কাগজ

তারিখ 09 JAN 1994 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

৪।

অভিমত

প্রসঙ্গ : বেসরকারি শিক্ষক–শিক্ষিকা

মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান

একটি ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, গত ৮ ডিসেম্বর '৯৩ মাননীয় সাংসদ আবদুল আউয়াল (আঃলীগ) শিক্ষা কমিটির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, গত সংসদে বেসরকারি রেজিস্টর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ভাতা পাঁচশ' টাকা থেকে এক হাজার টাকায় উন্নীত করার যে প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল তার পরিণতি কি? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, যিনি শিক্ষা কমিটিরও প্রধান জবাবে বলেন যে, এক হাজার টাকা দিতে যে বর্ধিত বাজেট দরকার সেই টাকা দিয়ে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাদের ভাতা দেওয়া যাবে– অর্থাৎ ভাতা বৃদ্ধি করা যাবে না।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, যে স্কুলগুলো গ্রাম বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো সাধারণ গ্রামীণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদানের ফসল এবং যে বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পাঁচশ' টাকা ভাতা সরকার দিচ্ছেন সেটা দিয়ে তাদের প্রতি যেন মেহেরবানী দেখানো হচ্ছে। তাদের স্কুলে যাওয়ার বোধহয় কোনো প্রয়োজন নেই।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, স্কুলের নামে এক একটি সাইন বোর্ড থাকলেই চলে। ঐ সাইন বোর্ড দেখিয়েই বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের অনুদান বা সাহায্য পাওয়া যাবে। সাধারণ গ্রামের মানুষের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার যেন প্রয়োজন নেই।

ওরা লেখাপড়া শিখলেই যেন ঝামেলা বাড়বে। চাকরি চাইবে, মিছিল করবে, আন্দোলন করবে। শিক্ষা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করাই যেন সরকারের লক্ষ্য। টেলিভিশন–রেডিও খুললেই দেখা যাবে বা শোনা যাবে "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। অতএব মালিকদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে আর আসবে, বই–খাতা–কলম বা অন্যান্য উপকরণের কি দরকার? স্কুলঘর একটা থাকলেও থাকতে পারে। না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। ঘরের বেড়া, চেয়ার, বেঞ্চ–এর কোনো দরকার নেই। আর শিক্ষক–শিক্ষিকা থাকলেই দাবি–দাওয়া, বেতন–ভাতা।

সুতরাং ওটা বাহুল্য খরচই বটে। জনগণের খেদমতগার একজন মাননীয় মন্ত্রীর পেছনে এই রাষ্ট্রের কতো খরচ তার একটা হিসেব ও তার ব্যক্তিগত সহকারীদের সংখ্যার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

১. ১ জন প্রাইভেট সেক্রেটারি (পি.এস); ২. ১ জন সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী; ৩. ১ জন পি.আর.ও (পাবলিক রিলেশন অফিসার); ৪. ৩ জন পি.এ.; ৫. ১ জন পি.এস. ও বা পি.এ.; ৬. চারজন পিওন (আরদালী); ৭. একটি সার্বক্ষণিক অত্যাধুনিক টয়োটা গাড়ি –ড্রাইভারসহ; ৮. মন্ত্রী মহোদয়ের নিরাপত্তার জন্য এক সেকশন পুলিশ; ৯. ২ জন পাচক; ১০. ২ জন মালী ও ২ জন সুইপার। সর্বমোট ২৮ জন।

অতএব একজন মাননীয় মন্ত্রীর বেতন–ভাতা, গাড়ি, বাড়ি, টেলিফোন এবং ব্যক্তিগত স্টাফদের বেতন–ভাতা সহকারে খরচ হিসেব করলে মাসিক প্রায় তিন লাখ টাকার উপর দাঁড়াবে। সুতরাং সহজে অনুমেয়, একজন সাধারণ মানুষের পেছনে মাথাপিছু কতো খরচ হওয়া উচিত। অথচ তাদের দেখিয়ে, এই ভুখানাঙ্গা মানুষগুলোকে দেখিয়ে বিদেশ থেকে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা অনুদান বা ঋণ আনা হচ্ছে।

তাদের জন্য কতোটুকু খরচ হচ্ছে আর বাকি টাকা কোথায় যাচ্ছে এর হিসেব দেবে কে? কোথায় মিলবে এর খতিয়ান। যখনই এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি তোলে অমনি বিভিন্ন কালাকানুন ও বিভিন্ন বাহিনী দ্বারা প্রতিবাদী কণ্ঠকে থামিয়ে দেওয়া হয়।

টেলিভিশন খুললেই চোখে পড়বে চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপন, সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকার; সেমিনার, আলোচনা, সারগর্ভ, বক্তৃতা। আর বাস্তবে শূন্য। শিক্ষক ছাড়া, শিক্ষার উপকরণ ছাড়া, উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া কিভাবে সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব এটা বোধগম্য নয় আমাদের কাছে।

এখনো ৮০ লাখ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ৩২ হাজার গ্রামে কোনো স্কুল নেই। বর্তমান সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় ২০ হাজার শিক্ষক কম। শিক্ষার উপকরণ বলতে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কিছুই নেই। এখনই ৩০ হাজার নতুন বিদ্যালয় ও ১ লাখ ২০ হাজার নতুন শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সরকার শিক্ষকদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে অপারগ কিন্তু ছাত্রদের মাথাপিছু ৩০ কেজি গম প্রতি মাসে দিচ্ছেন। অবশ্য দুষ্টু লোকেরা বলছে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই।

গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। স্কুল চালানোর মতো সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং বিনা বেতনে, পারিশ্রমিকে দিনের পর দিন শ্রম দেওয়া কোনো শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব নয়। ভালো রেজাল্ট করা, উচ্চতর ট্রেনিং নেওয়া শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। তার উপর বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করা আদৌও আশা করা যায় না। একটা পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, সরকার কতোটা আন্তরিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে! ১৯৯২ সালে সমগ্র দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ হয়েছে ২৯০টি এবং এসব সংঘর্ষে আহত হয়েছে ২১১৮ জন, নিহত হয়েছে ৩৩ জন শিক্ষক।

সন্ত্রাসী হামলার দরুন ১৪৫টির উপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে বা বন্ধ হতে চলেছে। আজ প্রতিটি, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ লেগেই আছে।

প্রশ্ন জাগে, সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা কোথায় লেখাপড়া শিখবে? সরকার কি ইচ্ছে করলে এসব সন্ত্রাসীদের জব্দ করতে পারেন না? পুলিশ, বিডিআর ছাড়া আরো বিভিন্ন এজেন্সির শ' শ' লোক থাকতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসীদের আখড়া হয়ে উঠবে– এটা বিশ্বাস করতে কোনো বিবেকেই সাড়া দেয় না।

অতএব, আর দেরি না করে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান : সভাপতি, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।